৫৮

দৈনিক বাংলা

তারিখ 09 AUG 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

# ফল সংগ্রহে ভোগান্তি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ঢাকা বোর্ডের সিদ্ধান্তহীনতা এবং গড়িমসির জন্য মঙ্গলবার এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিশৃংখলা ও অব্যবস্থার কারণে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়। শিক্ষক ও সাংবাদিক-দেরও অনভিপ্রেত এই হয়রানির শিকার হতে হয়। অথচ ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃপক্ষ একটু সতর্ক ও যত্নবান হলেই এ ঝামেলা এড়ানো সম্ভব হত।

এবারই প্রথম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ৪টি শিক্ষা বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় একসঙ্গে এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়। বোর্ডের সিদ্ধান্তহীনতা এবং কম্পিউটার কেন্দ্রের কাজ শেষ না হওয়ায় হঠাৎ করেই গত ২ আগস্ট শুধু যশোর বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। যদিও মন্ত্রণালয় ও বোর্ড কর্তৃপক্ষ আগে বহুবার ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, চার বোর্ডের ফল একসঙ্গেই প্রকাশিত হবে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ সোমবার ঘোষণা করেন যে, মঙ্গলবার ঢাকা বোর্ডের ফল প্রকাশ করা হবে। একই সঙ্গে ঘোষণা করা হয় যে, এবার ফলাফল তালিকা সংশ্লিষ্ট স্কুলে পাঠানো হবে। কোন সংবাদপত্র অফিসে ফলাফল দেয়া হবে না। তবে মেধা তালিকা সংবাদপত্র অফিসসমূহে পাঠানো হবে। যশোর বোর্ডের ফল প্রকাশের দিন অবশ্য মেধা তালিকা যথাসময়ে পাঠানো হয়েছিল।

এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে মেধা তালিকা কখন কিভাবে পাওয়া যাবে সে ব্যাপারে সোমবার রাতে শিক্ষা মন্ত্রণা-লয়ের সচিব, ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান, কন্ট্রোলার এবং পিআইডির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে টেলিফোনে যোগা-যোগ করা হয়। কিন্তু উল্লিখিত কর্মকর্তাদের কেউই মেধা তালিকা কখন কিভাবে পাঠানো হবে সে ব্যাপারে নিশ্চিত কিছুই বলতে পারেননি। মঙ্গলবার দুপুর ২টা পর্যন্ত মেধা তালিকা না পেয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান ও কন্ট্রোলারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা জানান, সকাল ১০টায় মেধা তালিকা পত্রিকা অফিসে দেয়ার জন্য পিআইডিতে পাঠানো হয়েছে। পিআইডি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা জানান, বোর্ড থেকে মাত্র কয়েক কপি মেধা তালিকা দিয়েছে। এগুলোকে ফটোকপি করে বিকাল ৩টা নাগাদ পত্রিকা অফিসগুলোতে পাঠানো হবে।

শুধু পত্রিকা অফিসেই নয়, অনেক স্কুলে ফলাফলের তালিকার সঙ্গে মেধা তালিকা যায়নি। ভিকারুননিসা নুন গার্লস স্কুলের শিক্ষিকারা বোর্ডের সঙ্গে বহু চেষ্টার পর টেলিফোনে যোগাযোগ করে মেধা তালিকায় তাদের স্কুলের অবস্থানের কথা জানতে পেরেছেন।

খিলগাঁও স্কুলের প্রধান শিক্ষক শত চেষ্টা করেও বোর্ড কর্তৃপক্ষকে পাননি বলে জানালেন। তার স্কুল থেকে সমাজবিজ্ঞানে প্রথম হয়েছে এ খবর তিনি শুনেছেন একজন সাংবাদিকের কাছ থেকে। নগরীর আইডিয়াল, সেন্ট জোসেফ, গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী স্কুল, আজিমপুর হাইস্কুল, মতিঝিল সরকারী হাইস্কুলসহ বহু স্কুলের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকরা এই অভিযোগ করেছেন।

বোর্ড থেকে সময়মত তালিকা না পাওয়ায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় যেসব কৃতী ছাত্রছাত্রীর নাম রয়েছে, পত্রিকাগুলোর পক্ষ থেকে তাদের খুঁজে বের করতে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। হয়রানি ও বিড়ম্বনার শিকার হয়েছেন ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক, শিক্ষক ও পরীক্ষার্থীরা।